যুগান্তর

তারিখ ... 6 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের আধিপত্যের লড়াই

কামরুজ্জামান বাবলু, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চট্টগ্রামের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং, মারামারি ও ক্যাম্পাসে আধিপত্যের লড়াইয়ে বছরজুড়েই ব্যস্ত ছিলেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে 'ভর্তি বাণিজ্যে' ব্যস্ত সময় কেটেছে তাদের। অর্থবিত্ত অর্জন ও প্রভাব বিস্তার নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রুপে গ্রুপে মারামারি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়াও হয়েছে। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর তারা হামলাও করেছে এন্তারকর। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হল দখলের চেষ্টা চালিয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ তাদের দলীয় গ্রুপিংয়ের কারণে প্রতিদিন সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ, এমইএস কলেজ, ব্যারিস্টার সুলতান আহমেদ কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে আধিপত্য বিস্তার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১১ মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় জড়িত থাকায় ছাত্রলীগের ২২ নেতাকর্মীকে কয়েক দফায় বহিষ্কারও করেছে কর্তৃপক্ষ।

ক্ষমতা গ্রহণের ৫ দিনের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখলের চেষ্টা চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। সঙ্গে ছিল পুলিশও। ৬ জানুয়ারি মিছিল করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রলীগ। ১১ মার্চ ব্যবসা প্রশাসন অনুষদের ফিন্যান্স বিভাগের নবীনবরণকে কেন্দ্র করে দু'দলে সংঘর্ষ হয় ৮৩৪ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আবদুর রব হলে শিবির ক্যাডাররা প্রবেশ হামলা করে ছাত্রলীগের কয়েক কর্মীর ওপর। এ নিয়ে দুই দলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। একই রাতে শাহ আমানত ও শাহজালাল হলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা দখলের চেষ্টা চালায়। গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে।

ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রক্টর ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সহকারী প্রক্টর চন্দন কুমার পোদ্দার ও ছাত্র উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী।

এছাড়া অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে ১২ বার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এ সময় উভয় গ্রুপের অন্তত ৫০ জন নেতাকর্মী আহত হন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ : নির্বাচনের পরদিন ৩০ ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি ও ডক্টরস হোস্টেলে হামলা চালায় ছাত্রলীগ কর্মীরা। নির্বাচনের সময় কলেজের প্রধান ছাত্রাবাস বন্ধ থাকা অবস্থায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল সমর্থকদের ৫০টি কক্ষ ভাংচুর করে। লুট করে নিয়ে যায় কম্পিউটার বইসহ ১০ লাখ টাকার জিনিসপত্র। ৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রশিবিরের ইফতার মাহফিলকে কেন্দ্র করে শিবির-ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ ২৪ অক্টোবরও এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ভর্তিকে কেন্দ্রঅভিযোগের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ফিরে দেখা ২০০৯

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং ও কোন্দল। ছোটখাটো ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকবার মারামারি হয়েছে। তবে সবগুলো মারামারিই ছিল কমিটি গঠন নিয়ে। আগস্ট মাসে দলীয় কর্মসূচি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারিতে আহত হয়েছে ১৫ জন। এছাড়া সারা বছরই সেখানে ব্যাচভিত্তিক ছোটখাটো মারামারির ঘটনা ঘটে ছাত্রলীগ কর্মীদের মাঝে। ব্যানার লাগানোকে কেন্দ্র করে ১৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) শিবির-ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ ১৬ ডিসেম্বর রাতে শহীদ মিনারে ফুল দেয়াকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে বড় সংঘর্ষ হয়। অনির্দিষ্টকালের বন্ধ শেষে সোমবার খুলেছে বিশ্ববিদ্যালয়। এখনও সেখানে দু'গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় : ২০০৬ সালে কলেজ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়। শুরু থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল রাজনীতিমুক্ত। কিন্তু গত ছ'মাস ধরে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির ব্যানারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্র সেখানে রাজনীতি চালু করে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অযৌক্তিক ইস্যুতে আন্দোলন শুরু করে তারা। এছাড়া নবনির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকার নির্মাণ কাজের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দলীয় কার্যক্রম শুরু করে। তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে গত মাসের ১৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট ডেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে হলে অবস্থান করে এবং ভিসির বাসভবন ১০ দিন ঘেরাও করে রাখে।

চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ : এ কলেজটিতে একচেটিয়াভাবে রাজনীতি চলে ছাত্রলীগের দুটি গ্রুপের। স্থানীয় যুবলীগ নেতা সন্ত্রাসী মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় একটি গ্রুপ। সম্প্রতি শিক্ষা বর্ষে প্রিন্সিপালকে অস্ত্রের মুখে ছাত্র ভর্তি করাতে বাধ্য করে কলেজের ছাত্রলীগ নেতারা। এ নিয়ে দু'গ্রুপে চরম বাকবিতণ্ডা ঘটে। আগস্টে শোক দিবসকে কেন্দ্র করে দু'গ্রুপে সংঘর্ষ হয়।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট : পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো ভর্তি বাণিজ্য ও নিজেদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গত ১১ মাসে ৩২ বার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ক্যাম্পাসে। বিভিন্ন সময় অস্ত্রসহ র‍্যাব ও পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন ৫ জন। ২৭ মে পলিটেকনিকে ঘটে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে নারকীয় তাণ্ডবের ঘটনা। ছাত্রলীগের বিবদমান দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জের ধরে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রাবাসে অবস্থানরত ছাত্রদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগের অপর একটি গ্রুপ। এরপর প্রতি মাসে তিন-চারটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বিবদমান ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ গ্রুপগুলোর মধ্যে। বর্তমানে সংঘর্ষ এড়াতে কর্তৃপক্ষ আবাসিক হলগুলো বন্ধ রেখেছে।